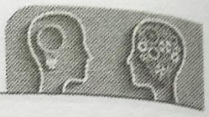

ভাবা হত আত্মার বিদ্যা (study of soul)। 'আত্মা' কী, এর অবস্থান কোথায় বা আত্মাকে কীভাবে পর্যবেক্ষণ বা নিরীক্ষণ করা যাবে তা নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। ফলে এই সংজ্ঞা বা অর্থ বর্জিত হল। এরপরে ভাবা হল মনোবিদ্যা বা মনের বিদ্যা (study of mind)-র কথা এখানেও প্রশ্ন তৈরি হল—মনেরই বা অবস্থান কোথায় এবং বৈজ্ঞানিকভাবে আমরা কীভাবেই বা তাকে পর্যবেক্ষণ করব? এই অর্থও গৃহীত হল না। পরবর্তী সময়ে মনোবিদ্যা বলতে সচেতনভাবে আমরা যা করি তার বিদ্যা (study of consciousness) বলে ভাবা শুরু হল। কিন্তু এখানেও কিছু সমস্যা দেখা দিল। বলা হল অসচেতনভাবেও (unconsciously) আমরা অনেক কিছু করি, তাহলে কি সেগুলোকে বাদ দেওয়া হবে? তারপরে বলা হল, মনোবিদ্যা হল মানুষের সমস্তরকমের আচরণের বিদ্যা (science or study of behaviour)। এই ধারণাটিই বর্তমানে গ্রহণ করা হয়। তবে মনোবিজ্ঞানীরা বলেন—মনোবিজ্ঞান শুধুমাত্র আচরণই ব্যাখ্যা করে তা নয়, কোন্ আচরণের পিছনে কোন্ ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া (cognition) কাজ করছে তারও ব্যাখ্যা দেয়। অর্থাৎ, মনোবিদ্যা হল আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়ার বিজ্ঞান (Psychology is the study of behaviour and cognitive processes)।

মনোবিজ্ঞান বা মনোবিদ্যা বা মনস্তত্ত্ব প্রাণীর আচরণ ও সংশ্লিষ্ট মানসিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করে (Psychology is the study of behaviour and cognitive processes)।

তাহলে মনোবিদ্যার অর্থের বিবর্তনকে আমরা আগের পাতায় ছকের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করতে পারি—

মনোবিদ্যার কিছু সংজ্ঞা (some definitions of psychology) নীচে দেওয়া হল—

- **কোলম্যান** (Coleman)-এর মতে, "The study of nature, function, and phenomena of behaviour and mental experience"। অর্থাৎ, আচরণ ও মানসিক অভিজ্ঞতার প্রকৃতি ও ক্রিয়াকলাপের বিদ্যাই হল মনোবিদ্যা।
- **ব্যারন** (Baron)-এর মতে, "The science of behaviour and cognitive process"। অর্থাৎ, আচরণ ও বৌদ্ধিক প্রক্রিয়ার বিজ্ঞান হল মনোবিদ্যা।
- **বি এফ স্কিনার** (B F Skinner) বলেছেন, "Psychology is the science of behaviour and experience"। অর্থাৎ, মনোবিদ্যা হল আচরণ ও অভিজ্ঞতার বিজ্ঞান।

অর্থাৎ, আমরা বলতে পারি, **মনোবিদ্যা হল বিজ্ঞানের একটি শাখা যা মানুষের আচরণ, বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া এবং অভিজ্ঞতা নিয়ে অনুশীলন করে।**

1.2 শিক্ষা ও মনোবিদ্যা (Education and Psychology)

শিক্ষা মানুষকে একজন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধন করা। অর্থাৎ, শিক্ষাই পারে মানুষের দৈহিক, প্রাক্ষোভিক, মানসিক,

সামাজিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি সকল দিকের বিকাশ ঘটাতে। ব্যক্তির মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তি বা সম্ভাবনা (inner potentialities) রয়েছে সেগুলির পরিপূর্ণ বিকাশসাধনই হল শিক্ষা। **স্বামী বিবেকানন্দ**-এর ভাষায়, "Education is the manifestation of perfection already in men." (শিক্ষা হল মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার প্রকাশ)। শিক্ষা কী তা বোঝাতে **গান্ধিজি** বলেছেন, "By education, I mean an all round drawing out of the best in child and man—body, mind and spirit." (শিক্ষা হল শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দৈহিক, মানসিক ও আত্মার শ্রেষ্ঠ গুণাবলিগুলির পূর্ণতার বিকাশ)। **রাধাকৃষ্ণান** শিক্ষা প্রসঙ্গে বলেছেন, "Education means training the intellect, refinement of the heart and discipline of the spirit." (শিক্ষার অর্থ হল বুদ্ধির প্রশিক্ষণ দেওয়া, হৃদয়ের শক্তি বৃদ্ধি করা এবং আত্মাকে শৃঙ্খলিত করা)। উল্লিখিত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায় যে, শিক্ষার সংকীর্ণ ও ব্যাপকতর দুই ধরনের অর্থই হতে পারে। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা মানুষের সমস্ত দিকের বিকাশসাধন করে তাকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। এখন প্রশ্ন হল কীভাবে শিক্ষা এই বিকাশ ঘটায়? একটি উদাহরণ দেওয়া হল—

আমরা সামাজিক বিকাশ বলতে বুঝি সমাজে প্রচলিত নিয়মনীতিগুলি মেনে আচরণ করা। আমাদের সমাজের একটি নীতি হল শ্রেণিকক্ষে যখন কোনো শিক্ষক বা শিক্ষিকা প্রবেশ করেন তখন শিক্ষার্থীরা উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানায়। এটি সামাজিক নীতি এবং এটা মেনে আচরণ করা এক ধরনের সামাজিক আচরণ। যদি কোনো শিক্ষক বা শিক্ষিকা দেখেন যে তিনি যখন ক্লাসে ঢুকলেন তখন একজন শিক্ষার্থী উঠে দাঁড়াল না, তাহলে তিনি কী করবেন? তিনি ওই শিক্ষার্থীকে সমাজে প্রচলিত নীতি কী তা বোঝাবেন এবং সেই নীতি শিক্ষার্থীকে মেনে চলতে বলবেন। এখানে কি শিক্ষক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিলেন? নিশ্চয়ই দিলেন। এর ফলে শিক্ষার্থীর কী পরিবর্তন হবে? আচরণের পরিবর্তন হবে। অর্থাৎ, শিক্ষার্থী একটি নতুন আচরণ পালন করবে বা পুরোনো আচরণকে পরিবর্তন করবে।

মনে রাখার বিষয়

- শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হল মানুষের সার্বিক বিকাশ (total development) ঘটানো। সার্বিক বিকাশ হল—দৈহিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক প্রভৃতি দিকের বিকাশের সমন্বয়।

তাহলে আমরা বলতে পারি—শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন হয়। এই আচরণের পরিবর্তনের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর বিকাশসাধন সম্ভব হয়।

অন্যদিকে মনোবিদ্যা বলতে আমরা বুঝি সেই বিদ্যা বা বিজ্ঞানকে যা মানুষের আচরণকে পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষণ করে ও সেখান থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছোয়। মনোবিদ্যা হল মানুষের আচরণের বিদ্যা এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মানসিক প্রক্রিয়ারও বিদ্যা। খুব সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি মনোবিদ্যা হল আচরণের বিদ্যা।

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা শিক্ষা ও মনোবিদ্যার সম্পর্ক বুঝতে পারি। একটি (শিক্ষা) হল মানুষের আচরণ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া আর অপরটি (মনোবিদ্যা) হল মানুষের আচরণের বিদ্যা। দুটি ধারণার মুখ্য বিষয় হল আচরণ।

1.3 শিক্ষামনোবিদ্যা (Educational Psychology)

মনোবিদ্যার পরিধি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। মনোবিদ্যার বিভিন্ন শাখা রয়েছে, যেমন—Animal Psychology, Child Psychology, Abnormal Psychology, Social Psychology, Industrial Psychology ইত্যাদি। Educational Psychology বা শিক্ষামনোবিদ্যাও হল মনোবিদ্যার একটি শাখা এবং এটি হল ফলিত মনোবিদ্যা বা Applied Psychology।

এখন প্রশ্ন হল শিক্ষামনোবিদ্যা কী? অর্থাৎ এর উদ্দেশ্য কী? কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করেন—বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষে অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করার জন্য মনোবিদ্যার পদ্ধতি প্রয়োগই হল শিক্ষামনোবিদ্যা ("applying the methods of psychology to study classroom and school life"—**Cliford**, 1984, 1981)। বর্তমানে সাধারণভাবে গৃহীত মত হল—শিক্ষামনোবিদ্যা হল এমন একটি স্বতন্ত্র বিষয় (discipline) যার নিজস্ব তত্ত্ব, সমস্যা, কৌশল ও গবেষণার পদ্ধতি রয়েছে। **Wittrock** বলেছেন—"Educational Psychology is distinct from other branches of psychology because it has the understanding and improvement of education as its primary goal." অর্থাৎ, শিক্ষামনোবিদরা মূলত শিখন ও শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে অধ্যয়ন করেন এবং শিক্ষাগত বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে উন্নত করার চেষ্টা করেন।

মনে রাখার বিষয়

শিক্ষামনোবিদ্যা : মনোবিদ্যার বিভিন্ন জ্ঞানকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই হল শিক্ষামনোবিদ্যা। এটি মনোবিদ্যারই একটি শাখা, যার মূল উদ্দেশ্য হল শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে উন্নত করা।

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বোঝানোর চেষ্টা করা হল।

আমরা জানি, মনোযোগ (attention) একটি মানসিক প্রক্রিয়া। মনোবিদ্যায় মনোযোগের প্রকৃতি, মনোযোগের প্রকারভেদ, মনোযোগকে প্রভাবিত করে এমন সব উপাদান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। আমরা এও জানি, শিক্ষার্থীর শিখনের ক্ষেত্রে মনোযোগ একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী প্রক্রিয়া। শিক্ষার্থীর মনোযোগ বাড়াতে পারলে সেটা শিখনে সহায়ক ও কার্যকারী ভূমিকা নেবে। শিক্ষামনোবিদ্যা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, অর্থাৎ, শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ বা বৃদ্ধি কীভাবে করা যায়?

ওপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, মনোবিদ্যার যে সমস্ত বিষয় বা ধারণাকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, সেগুলিই হল শিক্ষামনোবিদ্যার বিষয়বস্তু।

1.3.1 শিক্ষামনোবিদ্যার ধারণা ও অর্থ (Concept and Meaning of Educational Psychology)

শিক্ষামনোবিদ্যার ধারণা ও অর্থকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে এখানে বিভিন্ন মনোবিদ্‌দের মতামত তুলে ধরা হল।

- **কোলম্যান** (Coleman)-এর মতে, "A field of applied psychology devoted to education"। অর্থাৎ, এটি একটি ফলিত মনোবিদ্যার ক্ষেত্র যা শিক্ষার জন্য নিয়োজিত।
- **ই এ পিল** (E A Peel) বলেছেন, "Educational psychology is the science of education"। অর্থাৎ, শিক্ষামনোবিদ্যা হল শিক্ষার বিজ্ঞান।
- **স্কিনার** (Skinner)-এর মতে, "Educational psychology is that branch of psychology which deals with teaching and learning"। অর্থাৎ, শিক্ষামনোবিদ্যা মনোবিদ্যার সেই শাখা যা শিক্ষণ ও শিখন সম্বন্ধে আলোচনা করে।
- **ক্রো এবং ক্রো** (Crow & Crow)-এর মতে, "Educational Psychology describes and explains the learning experiences of an individual from birth through old age"। অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তির জন্ম থেকে বার্ধক্য অবধি যে শিখন অভিজ্ঞতা হয় তার বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হল শিক্ষামনোবিদ্যা।

অর্থাৎ, আমরা বলতে পারি যে, **শিক্ষামনোবিদ্যা হল মনোবিদ্যার একটি ফলিত শাখা, যা শিখন অভিজ্ঞতা, শিক্ষণ ও শিখন নিয়ে চর্চা করে।**

1.3.2 শিক্ষামনোবিদ্যার প্রকৃতি (Nature of Educational Psychology)

শিক্ষামনোবিদ্যার বিভিন্ন সংজ্ঞা ও বিবরণ থেকে আমরা এই বিষয়টির যে সমস্ত প্রকৃতি পাই তা নীচে ব্যাখ্যা করা হল—

- এটি দুটি বিষয়ের সমন্বয়—একটি হল শিক্ষা (Education) ও অপরটি হল মনোবিদ্যা (Psychology)। মনোবিদ্যার ধারণা বা জ্ঞান শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগই হল শিক্ষামনোবিদ্যা।
- এটি শিক্ষামূলক পরিবেশে মানুষের আচরণকে অধ্যয়ন করে। মনোবিদ্যা মানুষের সমস্ত আচরণকে অধ্যয়ন করলেও শিক্ষামনোবিদ্যা মানুষের নির্দিষ্ট আচরণকেই শুধু অধ্যয়ন করে।
- এটি মনোবিদ্যার প্রায়োগিক বা ফলিত ক্ষেত্র (applied field)।

- এটি একটি সুসংগঠিত, বিধিবদ্ধ ও সর্বজনস্বীকৃত জ্ঞানের সমাহার যা মনোবিদ্যার ধারণা দ্বারা সমর্থিত।
- এটি শিক্ষাক্ষেত্রে মানুষের আচরণকে অধ্যয়ন করে একটি নির্দিষ্ট সত্যে পৌঁছোনোর প্রক্রিয়া। যদিও প্রমাণিত তথ্যটি পরবর্তীতে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হতে পারে।
- এই বিষয়ের গবেষণার ফলে যে সমস্ত সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছাই তার যথার্থতা, নির্ভরযোগ্যতা ও নৈর্ব্যক্তিকতার মান সন্তোষজনক।
- এই বিষয়ে সাধারণভাবে শিক্ষার অন্তর্গত বিভিন্ন প্রশ্নের, যথা—why, how, when, where ইত্যাদির উত্তর দেয়। কী হওয়া উচিত (what ought to be) বা মূল্যবোধ ও আদর্শ-সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর সাধারণভাবে শিক্ষামনোবিদ্যা অনুসন্ধানের চেষ্টা করে না।
- শিক্ষামনোবিদ্যার সিদ্ধান্ত বা ধারণার দ্বারা শিক্ষাক্ষেত্রে মানুষের আচরণ ভবিষ্যতে কী হতে পারে তার অনুমানও করতে সক্ষম।

1.3.3 শিক্ষামনোবিদ্যার পরিধি (Scope of Educational Psychology)

মনোবিদ্যায় মানুষ ও জীবজগতের সমস্ত আচরণের অধ্যয়ন ও বিবৃতি থাকে। কিন্তু শিক্ষামনোবিদ্যায় এই আচরণ শুধুমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রেই সীমিত থাকে। সুতরাং, একথা বলা যেতে পারে যে, শিক্ষামনোবিদ্যা শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াকেন্দ্রিক যা শিক্ষক/শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীর কার্যাবলিকে সন্তোষজনক অবস্থায় নিয়ে যেতে সাহায্য করে। এভাবে ভাবলে আমরা শিক্ষামনোবিদ্যার পরিধিকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করতে পারি—**(i) শিক্ষার্থী** (The learner), **(ii) শিখন প্রক্রিয়া** (The learning process), **(iii) শিখন পরিবেশ** (The learning environment), **(iv) শিখন পারদর্শিতার মূল্যায়ন** (Evaluation of learning performance)।

মনে রাখার বিষয়

শিখন পরিবেশ : আমাদের পরিবেশের যে সমস্ত উপাদান শিখনকে প্রভাবিত করে, সেগুলির সমন্বিত কার্যাবলিকেই বলা হয় শিখন পরিবেশ। কোনো শ্রেণিকক্ষের শিখন পরিবেশের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশগত উপাদান যেমন থাকবে, তেমনি সামাজিক উপাদানও থাকবে।

প্রতিটি ক্ষেত্রকে নীচে পৃথকভাবে আলোচনা করা হল—

(i) শিক্ষার্থী (The learner): এখানে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা হয়। যেমন—শিক্ষার্থীর বিকাশগত বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিগত বৈষম্য (বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, সৃজনশীলতা, মনোযোগ, আগ্রহ ইত্যাদি), মানসিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি।

(ii) শিখন প্রক্রিয়া (The learning process): এখানে শিখনের বিভিন্ন তত্ত্ব,

শিখনের বিভিন্ন প্রভাবকারী উপাদান, শিখনের প্রেষণা, শিখন সমস্যার চিহ্নিতকরণ ও তার সমাধান প্রক্রিয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।

(iii) শিখন পরিবেশ (The learning environment): এখানে শিখন পরিবেশের বিভিন্ন দিকগুলি আলোচিত হয়। যেমন—শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মিথস্ক্রিয়া, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক, যোগাযোগের প্রকৃতি, শ্রেণিকক্ষের গতিপ্রকৃতি, দলগত আচরণ ও তার প্রকৃতি ইত্যাদি।

(iv) শিখনের পারদর্শিতার মূল্যায়ন (Evaluation of learning performance): এখানে শিক্ষার্থীর শিখনের মূল্যায়ন, শিখন সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সংশোধনমূলক ব্যবস্থা ও তার প্রকৃতি, পরিসংখ্যান ও রাশিবিজ্ঞানের ব্যবহার ইত্যাদি আলোচনা করা হয়।

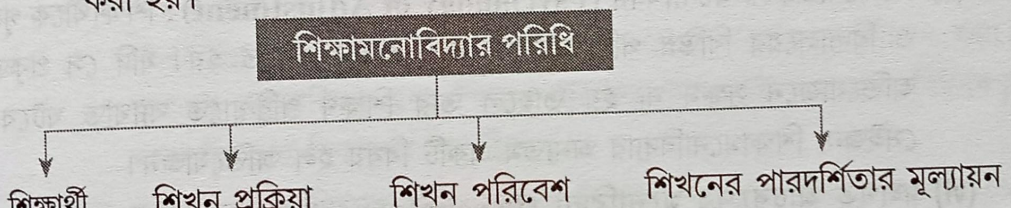

1.3.4 শিক্ষামনোবিদ্যার বিষয়বস্তু (Subject-matter of Educational Psychology)

শিক্ষামনোবিদ্যার কর্মপরিধি যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তবে দেখা যাবে শিক্ষামনোবিদ্যার নির্দিষ্ট কিছু বিষয়বস্তু রয়েছে। নীচে সেগুলি সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া হল—

(i) বিকাশ-সংক্রান্ত মনোবিদ্যা (Psychology of Development): মানবজীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তর, সেই স্তরগুলির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এখানে আলোচিত হয়। জীবন বিকাশের বিভিন্ন দিক (যেমন—দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক ইত্যাদি) এখানে আলোচিত হয়। বিভিন্ন বিকাশের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক্রমের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনাও এই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

(ii) প্রেষণা-সংক্রান্ত মনোবিদ্যা (Psychology of Motivation): শিক্ষার্থীর বিভিন্ন আচরণের পিছনে কী কারণ রয়েছে অর্থাৎ শিক্ষার্থী কেন ওই ধরনের আচরণ করে তার ব্যাখ্যা দেয় প্রেষণা (motivation)। শিক্ষা যেহেতু আচরণ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সেহেতু এই বিষয় শিক্ষামনোবিদ্যায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য প্রেষণার আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

(iii) শিখন-সংক্রান্ত মনোবিদ্যা (Psychology of Learning): শিক্ষার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য শিখন প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিখন যেমন বিভিন্ন প্রকারের

হয় তেমনি শিখনের তত্ত্বগুলিও বিভিন্ন রকম এবং বিভিন্ন তত্ত্বের প্রয়োগক্ষেত্রও বিভিন্ন। এই কারণে শিক্ষামনোবিদ্যায় শিখন-সংক্রান্ত আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ।

(iv) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মনোবিদ্যা (Psychology of Individual Differences): ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিবৈষম্য মনোবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। ব্যক্তির বিকাশে, শিখনে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যক্তিবৈষম্য অবধারিত। সুতরাং, শিক্ষামনোবিদ্যার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ব্যক্তিবৈষম্যের মনোবিদ্যা। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন দিক দিয়ে পার্থক্য দেখা যায়, যেমন—বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, আগ্রহ, মনোযোগ, মনোভাব ইত্যাদি। শিক্ষামনোবিদ্যায় এই বিষয় আলোচনা না হলে শিক্ষণ কার্যকারী হবে না।

(v) অভিযোজনের মনোবিদ্যা (Psychology of Adjustment): শিক্ষার্থীকে গৃহ ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অভিযোজন করতে হয়। যদি সে প্রকৃত অভিযোজনে সক্ষম না হয় তাহলে তার শিক্ষণ প্রক্রিয়াতে ব্যাঘাত ঘটবে। সেইজন্য শিক্ষামনোবিদ্যার অন্যতম একটি বিষয় হল অভিযোজন।

(vi) দলগত আচরণের মনোবিদ্যা (Psychology of Group Behaviour): মানুষ সাধারণভাবেই দলবদ্ধ হয়ে থাকতে ভালোবাসে। শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রেও কথাটি সমানভাবে প্রযোজ্য। দলগত আচরণ শ্রেণিকক্ষের শিক্ষণ পরিবেশকে প্রভাবিত করে। সুতরাং, শ্রেণিকক্ষের দলগত আচরণের প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। এই কারণে শিক্ষামনোবিদ্যায় দলগত আচরণ-সংক্রান্ত বিষয়বস্তু স্থান পেয়েছে।

এ ছাড়া আরও কিছু বিষয়বস্তুকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা যেতে পারত, কিন্তু সেগুলি ওপরের আলোচনার যে-কোনো একটি ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। সেজন্য সেগুলিকে আর বিস্তারিতভাবে সংযোজন করা হল না।